

তাদরীস

প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াজ্জী

“ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজ্জীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সভাপতি

শাহ সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী
ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী
ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সহ-সভাপতি

শাহ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজ্জীহ
মুহাম্মদী

সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি
যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজ্জীহ
মুহাম্মদী

প্রচার সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনো হাসেমী
ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

উপদেষ্টামণ্ডলী

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল
মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

সূচীপত্র

- ❀ তফসীর-ই-ওয়াজ্জীহ-----৬
- ❀ ছয় এর রহস্য -----৮
- ❀ শহাদে কারবালার নাম-----১০
- ❀ নাত-ই-রাসুল-----১৩
- ❀ তাদরীসুল হাদীস
হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহ
ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা-----১৪
- ❀ দুনিয়ার সংসর্গ থেকে
দূরে থাকা-----২৮
- ❀ পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি-----৩০
- ❀ দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩২

তাদরীসের মূলনীতিঃ

তাদরীস তথা ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর মূলনীতি হল এই যে, আমরা আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ, সরকার-ই-দ’আলম, নূর-ই-মুজাহ্‌হাম, হাবীব-ই-কিবরিয়া, সাইয়িদিনা হুজুরে পরনূর ﷺ এর শান ও মান তুলে ধরার জন্য, মুরশিদ ক্বলার শান ও মান তুলে ধরার জন্য সকল প্রয়াস গ্রহণ করব। আমাদের সকল লেখাই হবে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-বিলিয়াত এর প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন! আমীন।

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী’স রিসার্চ একাডেমি

পরিবেশনায়

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১৭৭১৯৬১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

❀ হাদিয়াঃ ১৫ টাকা ❀

➤ **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুনী, হাবীবিনা, শাকীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুকী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বকশি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

➤ **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী‘মার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়)।

➤ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’

শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **দাতা ও অর্থ সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **প্রচার সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্ল্যায়ী) চাঁদপুরী, ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) **৮/এ শাহী মঞ্জিল** রাণী’মার রওছাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ প্রধান উপদেষ্টাঃ “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহুর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাকীর বায়েজীদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ

১. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ্-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঠজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ)।

২. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ" খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন সানী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিলারী) চাঁদপুর, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কচুৰপুৰ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ 'শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ কচুৰপুৰ নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৩. 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর' খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শরফদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মজিল্ল' শাহী মহত্বা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। '৮/এ শাহী মজিল্ল' শাহী মহত্বা শরীফ কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৪. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছাতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজাহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগ্গজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লারী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৫.প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহুন্ন” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির শরীফ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (কামিল, বি.এ.) ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ((ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা :“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহু” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন আব্দুল হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-কোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ.অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, “মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী”, “মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া” ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

প্রাপ্তিস্থান

আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্টঃ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

রাণী‘মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৪৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭

ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরিক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও তুরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনূদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তুরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট' তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি তুরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও তুরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও কর্মে' ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরিক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

সম্পাদকের বানী

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ফয়েয ও বরকত ও হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাগজিঃআঃ) এর নেক নজরের বরকতে তাদরীসের দশম সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এবারও ইনশাআল্লাহ নতুনত্ব পাবেন। আশা করছি বরাবরের মত এবারও এই নতুনত্ব পাঠকদের ভালো লাগবে। তুরীক্বতের স্বাদ বৃদ্ধি পাবে। তাদরীসের মাধ্যমে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র সাথে নিসবত আরও বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র, ওয়াজিহ'র রাসুলের ও হুজুর কিবলাহ'র তাওজ্জুহ, ফয়েয ও বরকত নসীব করেন।

আমীন!!!

-ওয়াসসালাম-

مفتح المفاتيح من التفسير الوجيح

ব্রাহ্মী-ই-ওয়াজীহ (৪)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃআঃ)

مَيْقَادٌ - مَوْقُودٌ - عَاقِدٌ - عَقَائِدٌ - عُقْدَةٌ - عَقِيدَةٌ - عَقْدٌ

শব্দ থেকে মুস্তাক নির্গত যার আভিধানিক অর্থ গিঠঠা দেয়া, বন্ধন, আবদ্ধ হওয়া, হাতে রশি বান্ধন ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ কোন কারণ বশতঃ প্রয়োজনের তাগিদে নিজের হউক অপরের জন্য হউক সমাজ সংসার দ্বীনের পরকালের জন্য হউক কারো সাথে একান্ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্বে নিজের ঘরে বা হৃদয়ে ঘরে (বন্ধন যার সাথে হলো/ করলো) সুন্দর করে মজবুত করে নিজেই আবার পাহারাদার হয়ে বাসা ঘরে তুলে নিয়ে আশ্রয় দেয়ার নাম আকীদা বা আকায়েদ বলে।

দুনিয়াবী জীবনে স্বামী স্ত্রীর বন্ধনে عَقْد লাগে। হাট বাজার শাসন বারন প্রেম করতে عَقْد লাগে। উখরোবী ক্ষেত্রেও আল্লাহ নবী মোরশেদ পীর উস্তাদ গুরুর সাথে عَقْد লাগে।

عَقْد ছাড়া কাউকে ঘরে উঠানো যায় না। কাজেই عَقْد হওয়া ছাড়া কোন রমনীর সাথে জীবন যাপন করা যায় না। তেমন ভাবে عَقْد ছাড়া আল্লাহ নবীকে হৃদয় ঘরে উঠানো যায় না। عَقْد করতে যেমন আলেম কাজী কাবিন মহর ধার্য করা জরুরী তেমনভাবে আল্লাহ নবীর সাথে عَقْد করতে ও পীর মোরশেদকে সাক্ষী এবং জীবনের যত কিছু মহর হিসেবে সাব্যস্ত করা ফরজ এই ভাবে عَقْد এর উপর বিশ্বাস করে স্ত্রীর কাছে সংসারের চাবি হস্তান্তর করে যেভাবে বিশ্বাস করে তেমনি ভাবে আল্লাহ নবীর সাথে عَقْد করে জীবনে মরনে ইহকালে পরকালের চাবি হস্তান্তর করে তাঁদেরকে একান্ নিজের জীবনের চাইতে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে।

তারপর শুরু হয় সংসার জীবন ছেলে মেয়ে, লেনদেন, হাটবাজার, সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনায়াসে পালন করতে হয়।

তেমনিভাবে আল্লাহ নবীর সাথে عَقْد এর পর শুরু হয় পরকালের নেক কাজ, গুনাহ পার, হালাল ভক্ষণ, শুদ্ধ চিন্তন, মনের উদিত পাপ রাশি, বর্জন তওবা কালিমা, জিকির তেলাওয়াত, তাছবীহ, নামায রোজা, হজ্ব, যাকাত সাধনা ইবাদত ইত্যাদি পরকালীন জীবনের সঞ্চয়ী হিসেবে নম্বরে জমা খরচ করে পরকালীন জীবন সংসার এর যাবতীয় কাজ পালন করতে হয়।

বয়াত/ শপথ/ ক্রয়/ বিক্রয় এর শর্তসমূহ পাঠ করা

- ১। শপথ নিলাম আর করবো না কোন অপরাধ।
- ২। আল্লাহ নবী ওয়াজীহকে সামনে রেখেই তাঁদের গড়া ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর সকল মত পথ চিন্তাধারা যাবতীয় কর্মসূচী আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভাবে আকড়িয়ে রাখবো।
- ৩। তাদেরকে সামনে তাদের হাতে হাত রেখেই শপথ নিলাম। তাঁদের সব কিছুই বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে নিজের সার্বিক স্বাধীনতাকে কোরবানী দিলাম ও তাঁদের গোলামিয়তকে গ্রহণ করলাম।
- ৪। তাঁরা যা যা পছন্দ করেন আমিও আমার জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লাইনে লাইনে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলার আঙ্গীকার করলাম।
- ৫। অতীতে যা কিছু করেছি সবই ভুল ছিলো। এখন থেকে তাঁদের মতের পথের বাইরে যাবো না। এক কদমও অগ্রসর হয়ো না। তাঁদের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম।
- ৬। আমার হাতের উপর আমার মোরশেদের হাত (ওয়াজীহর) তাঁর হাতের উপর নবীজির হাত, তাঁর হাতের উপর আল্লাহর হাত, আল্লাহর হাতের উপর আমার হাত দিয়েই শপথ নিলাম।
- ৭। তাঁদের দেয়া আমানতের (নূরে মোহাম্মাদী) পূর্ণ হিফায়ত করব। তাঁদের পূর্ণ আমানত পূনরায় তাঁদের কাছেই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকিব।
- ৮। জগতে আগমন শুধু তাঁদের পরিচয় ও পোস্টার বিলি করার জন্য আল্লাহর মার্কী মোহাম্মদ, মোহাম্মদের মার্কী ওয়াজীহ, ওয়াজীহর মার্কী আহমদ (সালাত) পৌছে দেয়ার জন্য আমার তোমার আগমন ও প্রস্থান।
- ৯। আল্লাহ আছে আল্লাহর কাছে, নবী আছে নবীর কাছে, ওয়াজীহ আছে ওয়াজীহর কাছে। আমি নাই, আমার নাই স্বীকার করলাম। এবার কাজে প্রমান করব।
- ১০। আল্লাহ নবী ওয়াজীহর কাজের জন্যই আমার অবস্থান, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, সবকিছু তাঁদের কদমে কোরবানী দিলাম।
- ১১। তাঁদের দেয়া (খেলাফত) প্রতিনিধিত্ব করতে আমারণ শপথ নিলাম।
- ১২। এই শপথ বাক্যগুলো ব্যতীত আমার আর কোন বাক্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিষয় কোন কালেই নাই। জীবনে মরণে এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাঁদের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

আমীন !

حَقِيقَةُ السُّنَّةِ

‘ছয় এর রহস্য’

ওয়াজীহ্ গবেষণা কেন্দ্র

(৮ম সংখ্যার পর).....

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র ফর্মুলা ও মারিফত সংখ্যা হল ছয়। ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র চিরস্থায়ী ইমাম, খাতামুল বিলায়াত, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, নকশা-ই-নবী, শামসুল আরিফীন, হযরত খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ আবিস্কৃত এই ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মারিফত সংখ্যা বা ফর্মুলা হল ছয়; যা এই তুরীক্বাহ'র চিরস্থায়ী ইমাম হযরত খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এঁর সাথে নিসবত বা সম্পর্কিত।

শুকীকত- ১৬

আল্লাহ (الله) শব্দটি ছয়টি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত। আর সেগুলো হলঃ ا ل ف م ی

০ (আলিফ, লাম, ফা, মীম, ইয়া, হা)।

যদি হরফে বসীত (حرف بسیط) বা "একক হরফ" হিসাব করেন তাহলেই পাবেন। যেমন আলিফের মধ্যে ا (আলিফ, লাম, ফা) তিনটি "হরফে বসীত" বা একক হরফ রয়েছে। তেমনি আল্লাহ লিখতে বাকী হরফগুলোর (লাম, লাম, হা) হরফে বসীত বা একক হরফ বের করলে দাড়ায়-

ل (লাম) = ا ل (লাম, আলিফ, মীম)

ل (লাম) = ا ل (লাম, আলিফ, মীম)

০ (হা) = ا ০ (হা, আলিফ) [আলিফ আর হামযা একই]

আবার ل লামের মধ্যে যেই মীম তার হরফে বসীত হল-

م = م ی م (মীম, ইয়া, মীম)

তাহলে হরফগুলো দাড়ালো- ا ل ف ل ا م ا م ی م মোট ১৪ টি এর মধ্যে পুনরাবৃত্তি (repeatation) বাদ দিলে মোট হরফগুলো থাকে ا ل ف م ی (আলিফ, লাম, ফা, মীম, হা, ইয়া)। মোট ছয়টি।

হকীকত- ১৬

الله এর আবজাদ মান-

ا	১
ل	৩০
ل	৩০
ه	৫
মোট	৬৬

হকীকত- ১৬

প্রধান হাদীস গছ (সিহাহ সিত্তাহ) ছয়টি।

আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ্, সরকার-ই-দূ'আলম, নূর-ই-মুজাহ্ছাম, হাবীব-ই-কিবরিয়া, সাইয়্যিদিনা হুজুরে পরনূর ﷺ কুরআন প্রকাশ করেন ২৪ বছর যাবৎ (২+৪=৬)। ৪০ বছর হইতে ৬৩ বছর।

ইয়্যা
ওয়াজীহ

৭২ জন শহীদে কারবালার মোরারক নাম

ওয়াজীহ গবেষণা কেন্দ্র

হিজরী ৬০ সনে প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর দৌহত্র, নয়নের মনি কলিজার টুকরা ইমাম আলী মকাম, মজলুম-ই-কারবালা, ইমামুশ শুহাদা, হুসাইন (রাঃিয়াল্লাহু আনহু) ঐর শাহাদাত মোবারক হয় মরদুদ ইয়াযীদ (লা'নাতুল্লাহি আলাইহি) এর হাতে। কারবালার সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে ইমাম হুসাইন (রাঃিয়াল্লাহু আনহু) ঐর সাথে আরও যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের নাম সমূহ এখানে দেয়া হল বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে-

- (১) হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২) হযরত আব্বাস বিন আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩) হযরত সাইয়্যিদুনা আলী আকবর বিন হুসাইন (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪) হযরত সাইয়্যিদুনা আলী আসগর বিন হুসাইন (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৫) হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৬) হযরত সাইয়্যিদুনা জাফর বিন আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৭) হযরত সাইয়্যিদুনা উসমান বিন আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৮) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর বিন আলী (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৯) হযরত সাইয়্যিদুনা আবু বকর বিন হাসান (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১০) হযরত সাইয়্যিদুনা কাসিম বিন হাসান (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১১) হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হাসান (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১২) হযরত সাইয়্যিদুনা আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৩) হযরত সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৪) হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকীল (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৫) হযরত সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৬) হযরত সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন আকীল (রাঃিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

- (১৭) হযরত সাইয়্যিদুনা আব্দুল রহমান বিন আকীল (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৮) হযরত সাইয়্যিদুনা জাফর বিন আকীল (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (১৯) হযরত ওনস বিন হাসদ আসাদী (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২০) হযরত হাবিব বিন মাজাহির আসাদী (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২১) হযরত মুসলিম বিন আওসাজা আসাদী (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২২) হযরত কাইস বিন মাসহার আসাদী (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৩) হযরত আবু সামামা উমরু বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৪) হযরত বুরির হামদানি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৫) হযরত হানালা বিন আসাদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৬) হযরত আবিস শাকরি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৭) হযরত আব্দুল রহমান রাহবি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৮) হযরত সাইফ বিন হাসদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (২৯) হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ হামদানি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩০) হযরত জুনাদা বিন হাসদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩১) হযরত মাজমা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩২) হযরত নাফে বিন হালাল (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৩) হযরত হাজ্জাজ বিন মাসরুক (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৪) হযরত ওমর বিন কারজা (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৫) হযরত আব্দুল রহমান বিন আবদে রব (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৬) হযরত জুনাদা বিন কাব (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৭) হযরত আমির বিন জানাদা (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৮) হযরত নাসিম বিন আজলান (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৩৯) হযরত সাদ বিন হাসদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪০) হযরত জুহায়ের বিন কাইন (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪১) হযরত সালমান বিন মাজারাইব (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪২) হযরত সাঈদ বিন ওমর (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন বাসির (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪৪) হযরত ইয়াজিদবিন জাঈদ কানদি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪৫) হযরত হারব বিন ওমর উল কাইস (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪৬) হযরত জাহির বিন আমির (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
- (৪৭) হযরত বাসির বিন আমির (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

- (৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ আরওয়াহ গাফফারি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৪৯) হযরত জন (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমির (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫১) হযরত আব্দুল আলা বিন ইয়াজিদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫২) হযরত সেলিম বিন আমির (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৩) হযরত কাসিম বিন হাবীব (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৪) হযরত জায়েদ বিন সেলিম (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৫) হযরত নোমান বিন ওমর (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৬) হযরত ইয়াজিদ বিন সাবিত (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৭) হযরত আমির বিন মুসলিম (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৮) হযরত সাইফ বিন মালিক (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৫৯) হযরত জাবির বিন হাজ্জাজি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬০) হযরত মাসুদ বিন হাজ্জাজি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬১) হযরত আব্দুল রহমান বিন মাসুদ (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬২) হযরত বাকের বিন হাই (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৩) হযরত আম্মার বিন হাসান তাই (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৪) হযরত জুরঘামা বিন মালিক (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৫) হযরত কানানা বিন আতিক (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৬) হযরত আকাবা বিন স্লাট (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৭) হযরত হুর বিন ইয়াজিদ তামিমি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৮) হযরত আকাবা (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৬৯) হযরত হাবালা বিন আলী শিবানী (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৭০) হযরত কানাবা বিন ওমর (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৭১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকতার (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
(৭২) হযরত গোলাম-ই-তুরকি (রাঃ দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর সমুদ্র থাকুন! আর তাঁদের সকলের সদকায়ে
আমাদের ক্ষমা করুন। আমীন !!!

নাত-ই-রাসূল
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আমার নবীর শরীর মোবারকের খোশবু এমনই,
শুধু রাস্তাই নয় মানুষের অন্তরকেও সুরভিত করেছে।।

তোমার এক এক অন্তরের ব্যাথা আর এমন কি?
তার স্মরন হাজারো অন্তরকে প্রশান্ত করেছে।।

তার মত কেউ নেই আর কেউ হবেও না,
যখনি স্মরণে এসেছে সব ব্যাথা ভুলিয়ে দিয়েছে ।

যখন তার অন্তরে রহমতের জোশ এসেছে,
জলন্ত আগুনকে নিভিয়েছে আর ব্রন্দনরতকে হাসিয়েছে ।

আল্লাহ এখনো কি জাহান্নাম ঠান্ডা হবে না,
তোমার নবী তো কাদতে কাদতে দরিয়া বইয়ে দিয়েছে ।।

আমার নবীর কাছে কেউ যদি এক ফোটা চেয়েছে,
তার বদলে আমার নবী তাকে সমুদ্র দিয়ে দিয়েছে।

আমার মনের সকল ব্যাথা আর মনের যত কথা,
ইয়া রাসুল্লাহ আপনাকেই ডাকছে আর আপনারই কথা বলছে।

সকল কিছুই বললে হাসিব কিছুই না বলে,
শুধ তার স্মরণই তোমায় প্রশান্তি এনে দিয়েছে।

এমনই তার স্মরণ যে করেছে সে জেনেছে,
মনে আস্ত ব্যাথা তব মুখে হাসি এসেছে।।

তুমিও যদি করতে করতে পার সেই সত্ত্বার স্মরণ, কসম করে বলছি,
কিছু দেখতে না পেলেও- দুনিয়ার বাদশাহি তোমার কদমে এসেছে।

তাদরীসুল আহাদীস

রাসূল-ই-কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালোবাসা

১ নং হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।^১

২ নং হাদীস:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدُ الْوَارِثِ الرَّجُلُ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হযুর নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন, তার মাল-সম্পদ ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হয়ে যাই।^২

এই হাদীস ইমাম মুসলিম, আহমদ ও আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন।

৩ নং হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ

১) ১/১৪, باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان, كিতাবুল ঈমান, সহীহ, বুখারী, হাদীসঃ ১৫

২) ১/৬৮, باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, কিতাবুল ঈমান, সহীহ, মুসলিম, হাদীসঃ ৪৪

৩) ১/৬৭, باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, কিতাবুল ঈমান, সহীহ, মুসলিম, হাদীসঃ ৪৪

২) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৫/১৬২, হাদীসঃ ২১৪৮০

৩) আবু ইয়ালা, মুসনাদ, ৭/৬, হাদীসঃ ৩৮৯৫

لَهُ عُمْرٌ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمْرُ

আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাত ধরেছিলেন। উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! এমন কি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে প্রিয় হতে হবে”। তখন হযরত উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, এখন আল্লাহর কসম ! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে উমর! এখন (তোমার মহব্বত পূর্ণ হয়েছে)।^৩

এই হাদীস ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন।

৪ নং হাদীসঃ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ

হযরত আয়শা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ হিন্দা বিনতে উতবা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এক সময় (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমার মনের অবস্থা (এত খারাপ ছিল যে) পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের লাঞ্চিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের লাঞ্চিত হতে দেখার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়।^৪

এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন।

^৩ ১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল ঈমান, ৬/২৪৪৫, হাদীসঃ ৬২৫৭

^৪ ১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, ربيعة بن ربيعة بنت هند ذكر باب ৩/১৩৯০, হাদীসঃ ৩৬১৩

২) মুসলিম, সহীহ, كتاب الأفضية هند , باب قضية ৩/১৩৩৯, হাদীসঃ ১৭১৪

৫ নং হাদীস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحَبِّي

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভালবাস ঐ নেয়ামতের কারণে যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার কারণে তোমরা আমাকে ভালোবাস। আর আমাকে ভালোবাসার কারণে তোমরা আমার আহলে বায়তকে ভালোবাস।^৫

এই হাদীস ইমাম তিরমিযী, হাকেম ও তাবরানী রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ “হাদীসটি হাসান গরীব”।

ইমাম হাকেম বলেনঃ “এই হাদীসের সনদ সহীহ”।

৬ নং হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ مَاذَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ تُحِبُّنِي فَأَعِدْ لِلْفَقْرِ تَخَفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আল্লাহ শপথ ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ ভেবে দেখ তুমি কি বলছ। সে আবারো বলল, আল্লাহর কসম ! আমি নিশ্চই আপনাকে ভালোবাসি। এইরূপ সে তিনবার বলল। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি যদি

^৫ ১) তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল মানাকিব, صلى الله عليه وسلم, باب مناقب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم, ৫/৬৬৪, হাদীসঃ ৩৭৮৯

২) হাকেম, মুসতাদরাক, ৩/১৬২, হাদীসঃ ৪৭১৬

৩) তাবরানী, মু'জামুল কবীর, ৩/৪৬, হাদীসঃ ২৬৩৯

৪) তাবরানী, মু'জামুল কবীর, ১০/২৮১, হাদীসঃ ১০৬৬৪

৫) বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান, ১/৩৬৬, হাদীসঃ ৪০৮

বাস্তবিকই আমাকে ভালবাস তবে অতি সত্ত্বর দারিদ্রের মোকাবেলার জন্য বর্ম প্রস্তুত করে নাও। কারণ, পাহাড়ী ঢল যেইভাবে তার গন্তব্যে ধেয়ে যায়, আমাকে যে ভালোবাসে তার দিকে দারিদ্র্য আরও দ্রুত ধেয়ে আসে।^৬

এই হাদীস ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ “এই হাদীস হাসান”।

৭ নং হাদীসঃ

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ أَخُو زَيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِيَ أَخِي زَيْدًا قَالَ هُوَ ذَا قَالَ فَإِنْ انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعُهُ قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا قَالَ فَرَأَيْتُ رَأْيِي أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِي

হযরত য়ায়েদ ইবনে হারিছা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর ভাই হযরত জাবালা ইবনে হারেছা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি হুযুর নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বললাম “ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমার ভাই য়ায়েদকে আমার সঙ্গে (নিজ পরিবারে) যেতে দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “এই সে আছে। যদি তোমার সঙ্গে সে যেতে চায় তবে আমি তাকে বাধা দেব না”। য়ায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ “ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আল্লাহর কসম ! আমি আপনাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহন করব না”। জাবালা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ “পরে দেখলাম, আমার ভাইয়ের মতই আমার মত হতে উত্তম ছিল”।^৭

^৬ ১) তিরমিযী, সুনান, কিতাবুয যুহদ, فضل الفقر, ৪/৫৭৬, হাদীসঃ ২৩৫০

২) ইবনে হিব্বান, সহীহ, ৭/১৮৫, হাদীসঃ ২৯৬৬

৩) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ২/১৭৩, হাদীসঃ ১৪৭১

৪) হায়সমী, মাওয়ারিদুয যামান, ১/৬২০, হাদীসঃ ২৫০৫

^৭ ১) তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল মানাকিব, عنه رضى الله زيد بن حارثة, ৫/৬৭৬, হাদীসঃ ৩৮১৫

২) ইবনে আবী আছেম, আল আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫/৬৩, হাদীসঃ ২৬০০

৩) ইবনে হিব্বান, সিকাত, ৩/৫৭, হাদীসঃ ১৮৬

৪) বুখারী, তারীখুল কবীর, ২/২১৭, হাদীসঃ ২২৫১

৫) হাকেম, মুসতাদরাক, ৩/২৩৭, হাদীসঃ ৪৯৪৮

৬) তাবরানী, মু'জামুল কবীর, ২/৩৮৬, হাদীসঃ ২১৯২

৭) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ২/১৩২, হাদীসঃ ১৩৮৪

এই হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইবনে আবী আছেন, ইবনে হিব্বান এবং বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ “এই হাদিস হাসান”।

ইমাম হাকেম বলেনঃ “এই হাদীসের সনদ সহীহ”।

୪ নং হাদীসঃ

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِينَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أُحِبُّتَ

হযরত আনাস (রাঃ) আল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমি ও নবীয়ে রহমত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এমন সময় একজন লোক মসজিদের আঙ্গিনায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! কিয়ামত কখন ? নবীয়ে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ” ? এতে লোকটি কিছু সময়ের জন্য চুপ হয়ে গেল। তারপর বললঃ “ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! রোযা, নামায সাদকা খুব একটা তার জন্য করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোভাসি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তুমি যাকে ভালোবাস (কিয়ামতের দিন) তুমি তাঁর সাথেই থাকবে।

এই হাদীস ইমাম বখারী ও মসলিম বর্ণনা করেছেন।

৯ নং হাদীসঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءٌ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ يَحْيَىٰ يَأْهُمُ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল আহকাম, باب القضاء والفتيا في الطريق, ৬/২৬১৫, হাদীসঃ ৬৭৩৪
২) মুসলিম, সহীহ, كتاب البر والصلة والاداب, باب المرء مع من أحب, ৪/২০৩২-২০৩৩, হাদীসঃ ২৬৩৯

হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে ? হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তুমি কিয়ামতের জন্য কি (পাথেয়) সংগ্রহ করেছ ? সে বললঃ কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি (কিয়ামতের দিন) তাঁদের সাথেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালোবাস। আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মহব্বত করি এবং আবু বকর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ও উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কেও (ভালোবাসি)। আশা করি তাঁদেরকে মহব্বতের কারণে তাঁদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারব। যদিও তাঁদের আমলের মত আমল করতে পারিনি।

এই হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

১০ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

হযরত আবু যার (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি (রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে) আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! যদি কেউ কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু তারা যে আমল করে সে ধরনের আমল সে করতে পারে না। (এমতাবস্থায় কি হবে ?) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আবু যার ! তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাঁদের দলভুক্ত হবে। আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাদেরকে ভালোবাস তাঁদের সাথী হবে।^{১০}

১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, القرشي العدوي, باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي, رضى الله عنه ৩/১৩৪৯, হাদীসঃ ৩৪৮৫

২) মুসলিম, সহীহ,Kitab al-Birr wa al-Sala wa al-Adab, باب المرء مع من أحب, ৪/২০৩২, হাদীসঃ ২৬৩৯

১০) আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল আদাব, إليه, باب أخبار الرجل الرجل بمحبته إليه, ৪/৩৩৩, হাদীসঃ ৫১২৬

এই হাদীস ইমাম আবু দাউদ, আহমদ, দারেমী ও বাযযার উত্তম সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

১১ নং হাদীসঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلقَبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ اَعْنِهِ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানায় এক ব্যক্তি ছিল যার নাম ছিল আবদুল্লাহ আর লকব ছিল হিমার। এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাসাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আনা হল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। তাকে বেত্রাঘাত করা হল। তখন দলের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ ! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে কতবার আনা হল ! তখন নবীয়ে রহমত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তোমরা তাকে লা'নত করো না। আল্লাহর কসম ! আমি তাকে জানি যে, সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে”।^{১১}

এই হাদীস ইমাম বুখারী, আবদুর রাযযাক ও আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়া'লা হাসান সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

১২ নং হাদীসঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاصَةٌ فَلَبِغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقَيِّتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى

২) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৫/১৫৬, হাদীসঃ ৬১৪১৬, ২১৫০১

৩) দারেমী, সুনান, ২/৪১৪, হাদীসঃ ২৭৮৭

৪) বাযযার, মুসনাদ, ৯/৩৭৩, হাদীসঃ ৩৯৫

১১) বুখারী, সহীহ, কুতাবুল হুদূদ, الملة, وإنه ليس بخارج من الملة, باب ما يكره من لعن شارب الخمر ١١, ٦/٢٨٤٩, হাদীসঃ ৬৩৯৮

بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيْرُهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ
سَبْعَ عَشْرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষুধার্ত হলেনঃ (কিন্তু ঘরে কোন খাবার ছিল না)। এ খবর হযরত আলী (রাঃ) আল্লাহু আনহু এর কাছে পৌছলো। তিনি কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, যা দ্বারা কিছু রোজগার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষুধা দূর করতে পারেন। অতঃপর তিনি এক ইয়াহুদীর বাগানে গেলেন এবং তার জন্য সতের বালতি পানি সেচন করে দিলেন। প্রত্যেক বালতি পানি একটি খেজুরের বিনিময়ে। অতঃপর ইয়াহুদী তাকে সতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিল। তিনি তা নিয়ে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে হাযির হলেন।^{১২}

এই হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন।

১৩ নং হাদীসঃ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَصْرَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا

হযরত আনাস (রাঃ) আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে বের হয়ে আসতেন এবং আবু বকর (রাঃ) আল্লাহু আনহু ও ওমর (রাঃ) আল্লাহু আনহু -ও তার মধ্যে থাকতেন। আবু বকর (রাঃ) আল্লাহু আনহু ও ওমর (রাঃ) আল্লাহু আনহু ছাড়া কেউ হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা মোবারকের দিকে তাকাতে না। তাঁরা দুজনেই হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকাতে আর হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -ও তাঁদের দিকে তাকাতে না।^{১৩}

^{১২} ১) ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুর রুহুন, كل دلو بتمره, باب الرحول يستقى كل دلو بتمره, ২/৮১৮, হাদীসঃ ২৪৪৬

২) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ৬/১১৯, হাদীসঃ ১১৪২৯

^{১৩} ১) তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল মানাকিব, كليهما, باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما, ৫/৬১২, হাদীসঃ ৩৬৬৮

২) হাকেম, মুসতাদরাক, ১/২০৯, হাদীসঃ ৪১৭

৩) তায়লাসী, মুসনাদ, ১/২৭৫, হাদীসঃ ২০৬৪

৪) আহমদ বিন হাম্বল, ফাযায়েলুস সাহাবাহ, ১/২১২, হাদীসঃ ৩৩৯

এই হাদীস ইমাম তিরমিযী, হাকেম ও আহমদ তাঁর ‘ফাযায়েলুস সাহাবা’ কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম হাকেম বলেনঃ “এই হাদীসের সনদ সহীহ”।

১৪ নং হাদীসঃ

عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولَانِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَكَبَّ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا يَنْكِي لَا نَذْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكِبَايِرَ السَّبْعَ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلَامٍ

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সম্বোধন করে তিনবার বললেনঃ ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তিনবার বলার পর তিনি উপুড় হয়ে পড়লেন (অর্থাৎ সিজদায় চলে গেলেন)। আমাদের প্রত্যেকেই উপুর হয়ে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। আমরা বুঝতেই পারলাম না তিনি কেন শপথ করলেন। এরপর হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথা মোবারক উঠালেন। হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারায়ে আনওয়ারে তখন আনন্দের বিচ্ছুরন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। (হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই চেহারায়ে আনওয়ারের প্রফুল্লতা) আমাদের নিকট লাল বর্ণের উটের (অর্থাৎ সব নেয়ামতের) চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। তারপর হযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যে বান্দা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সাওম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং সাতটি কবীরা গুনাহ পত্যাগ করে থাকে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর।^{১৪}

এই হাদীস ইমাম নাসায়ী রেওয়ায়েত করেছেন।

১৫ নং হাদীসঃ

^{১৪} ১) নাসায়ী, সুনান, কিতাবুয যাকাত, باب وجوب الزكاة, ৫/৮, হাদীসঃ ২৪৩৮

২) নাসায়ী, সুনানুল কুবরা, ২/৫, হাদীসঃ ২২১৮

عَنِ الْأَذْرَعِ السَّلْمِيِّ قَالَ جِئْتُ لَيْلَةً أَخْرُسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ فَفَرَعُوا مِنْ جِهَارِهِ فَحَمَلُوا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفُتُّوا بِهِ رَفَقَ اللَّهُ بِهِ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ أَوْسِعُوا لَهُ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ حَزَنْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَجَلٌ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

হযরত আদরা' সুলামী (রাঃরাঃরাঃ আনঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাহারা দেওয়ার জন্য আসলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হলেন। তখন আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! ঐ ব্যক্তি তো একজন রিয়াকার। রাবী বলেনঃ লোকটি মদীনায় মারা গেলে লোকেরা তার দাফন-কাফনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তার লাশ বহন করে নিয়ে গেল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তোমরা তার প্রতি সদয় হও, আল্লাহও তার প্রতি সদয় হবেন। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসত।” রাবী বলেনঃ তার কবর খনন করা হলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তার জন্য কবর আরো প্রশস্ত কর। আল্লাহও তার প্রতি সদয় হবেন। কোন কোন সাহাবী বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আপনি তো তার ব্যাপারে চিন্তা করছেন। তিনি বললেনঃ হাঁ। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখত।^{১৫}

^{১৫} ১) ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুল জানাইয়, حفر القبر, باب ما جاء في حفر القبر, ১/৪৯৭, হাদীসঃ ১৫৫৯

২) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৪/৩৩৭, হাদীসঃ ১৮৯৯২

৩) ইবনে আবী আহেম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী, ৪/৩৪৮, হাদীসঃ ২৩৮২

৪) ইবনে হিব্বান, সিকাত, ২/৯৯

৫) আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১২২

৬) তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৯/৫২, হাদীসঃ ৯১১১

৭) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১৭, হাদীসঃ ৫৮৩

৮) ইবনে আবদিল বার, ইসতিয়াব, ৩/১০০৩

৯) হায়সমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩/৪৩, ৯/৩৬৯

এই হাদিস ইমাম ইবনে মাজাহ, আহমদ ও ইবনে আবী আছেন রেওয়ায়েত করেছেন।

কিনানী বলেনঃ এই হাদীসের অনেক সাক্ষ্যও মজুদ আছে যা হযরত হিশাম বিন আমের (রাঃ) আল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেছেন এবং যা চারজন সাহেবে সুনান (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হায়সমী বলেনঃ এই হাদীসের রিজাল সহীহ হাদীসের রিজাল।

১৬ নং হাদীসঃ

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحْبُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَّةٌ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَتَوَفَّيَ مِنْ يَوْمِهِ

হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) আল্লাহু আনহু এর খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) আল্লাহু আনহু সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন হুযুরে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে কারীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় ঝলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশিতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহু আনহু কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো সালাতে আসবেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ইশারায় বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনই তিনি পর্দা করেন।^{১৬} এই হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন।

১৭ নং হাদীসঃ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَةُ إِلَى جِبْرَائِيلَ أَنْعَاهُ وَأَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَذْنَاهُ وَأَبْتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ وَأَبْنَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ قَالَ حَمَّادٌ فَرَأَيْتُ ثَابِتًا حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ

আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যখন বিসাল মোবারক হয়, তখন ফাতিমা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আহ্ আমার পিতা ! জিবরাঈল عليه السلام তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। আহ্ আমার পিতা ! তিনি তাঁর রবের নিকটবর্তী হলেন। আহ্ আমার পিতা ! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর ঠিকানা হল ! আহ্ আমার পিতা ! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন।

হাম্মাদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ আমি ছাবিত (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কে দেখলাম, তিনি এ হাদীস বর্ণনাকালে কাঁদছেন। এমনকি তাঁর জোড়াগুলোও কাঁপতে দেখেছি।^{১৭}

এই হাদীস ইবনে মাজাহ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন।

১৮ নং হাদীসঃ

عن القاسم ابن محمد أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره ، فعادوه . فقال: كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، ما يسرنى أن ما بهما بظبي من ظباء تباله

^{১৬} ১) বুখারী সহীহ, কিতাবুল আযান, بالإمامة أحق بالفضل أهل العلم والفضل أحق بالإمامة, ১/২৪০, হাদীসঃ ৬৪৮

^{১৭} ১) ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুল মা জা-আ ফিল জানাইয, وفاته ودفنه صلى الله عليه , ১/৫২২, হাদীসঃ ১৬৩০

২) দারেমী, সুনান, ১/৫৪, হাদীসঃ ৮৭

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টিলোপ পেল। লোকজন তাকে দেখতে গেল। তখন তিনি বলেনঃ “আমি তো এই চক্ষুদয়ের আকাজক্ষী ছিলাম এজন্য যে, এগুলির দ্বারা আমি সাহিবে হুস্ন ওয়া জামাল, সরকারে দো-আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দীদার নসীব হত। এখন যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিসাল হয়ে গেছে, আল্লাহর কসম ! আল্লাহর হরিনীসমূহের সৌন্দর্য দর্শনেও আমি আর সুখ অনুভব করব না।^{১৮} এই হাদীস ইমাম বুখারী ‘আদাবুল মুফরাদ’-এ, ও ইবনে সা’দ রেওয়ায়েত করেছেন।

১৯ নং হাদীসঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِلَّا بَكَى

হযরত উমর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি যখনই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) কে হযুর নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আলোচনা করতে শুনেছি তখনই তাঁকে কাঁদতে দেখেছি।^{১৯}

এই হাদীস ইমাম দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন।

২০ নং হাদীসঃ

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِيهِ لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ قَالَ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْبِكَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُبِّي

হযরত উমর (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত, তিনি উসামা (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু) এর ক্ষেত্রে সাড়ে তিন হাজার দিরহাম করে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ দিয়াল্লাহু আনহু)

^{১৮} ১) বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ১৮৮, হাদীসঃ ৫৩৩

২) ইবনে সা’দ, তাবাকাতুল কুবরা, ২/৩১৩

^{১৯} ১) দারেমী, সুনান, ১/৫৪, হাদীসঃ ৮৬

আনহু) এর ক্ষেত্রে তিন হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা (উমর) কে বললেনঃ আপনি উসামাকে আমার উপর প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহর কসম ! তিনি কোন অভিযানেই আমার তুলনায় এগিয়ে থাকতে পারেন নি।

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ কারণ (তাঁর পিতা) যায়েদ তোমার পিতা হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন আর উসামাও তোমার তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয়পাত্রকে আমার ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।^{২০}

এই হাদীস ইমাম তিরমিযী রেওয়ায়েত করেছেন।

২১ নং হাদীসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشَدُّ أُمِّي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِهِ

হযরত আবু হোরাযরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অধিক মহব্বতকারী সেইসব লোক হইবে, যাহারা আমার বিসালের (ইত্তিকালের) পর দুনিয়াতে আসবে। তারা এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়েও আমাকে দেখিতে পাইত !^{২১}

এই হাদীস ইমাম মুসলিম ও আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।

^{২০} ১) তিরমিযী, সুনান, কিতাবুল মানাকিব, باب مناقب زيد بن حارثة, ৫/৬৭৫, হাদীসঃ ৩৮১৩

^{২১} ১) মুসলিম, সসীহ, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, ১/১১২, হাদীসঃ ৮০৯
২) আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ২/৪১৭, হাদীসঃ ৯৩৮৮

৩) ইবনে আবদিল বার, তামহীদ, ২০/২৪৮

৪) দায়লামী, মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/২১২, হাদীসঃ ৮০৯

৫) যাহাবী, সিয়াকু আলামিন নুবালা, ১২/৫২৬

তাছাউফ-ত্বরীক্বত

দুনিয়ার সংসর্গ হতে দূরে থাকা (২)

মূলঃ ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া (ওফাত- ২৮১হিঃ)

বঙ্গানবাদঃ মহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মহাম্মাদী

(৬ষ্ঠ সংখ্যার পর.....)

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ . . . ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيَصُدُّ عَنِ الْآخِرَةِ. وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ. وَهَذِهِ الْآخِرَةُ قَادِمَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا بَنِي الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا، فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ جَزَاءٍ وَلَا عَمَلٍ "

আমাদেরকে হযরত হুসাইন মুহাম্মদ আল যুগফারানী বর্ণনা করেন, আমাদের মুয়াবিয়াহ ইবনে মুয়াবিয়াহ বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আলী বিন তিনি মুহাম্মাদ বিন মুনকাদার থেকে এবং তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেনঃ হুযুর নবী-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ ভয়ঙ্কর জিনিস যা থেকে আমি আমার উম্মতের বিষয়ে ভয় পাই তা হল- 'নিজের খেয়ালখশির পাবন্দী করা' ও 'অনেক বেশী আশা করা'। নিজের খেয়াল খুশির পাবন্দী করা মানুষকে সত্য রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। আর অধিক আশা করা আখিৰাত থেকে গাফেল করে দেয়।

আর এই দুনিয়া দুনিয়া তো মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে যখন আখিরাত প্রায় এলো বলে। আর (দুনিয়া হোক বা আখিরাত হোক) দুইটিরই আওলাদ থাকে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের আওলাদ হও। দুনিয়ার আওলাদ হইও না। কারণ আজকে তো তোমরা এমন জায়গায় আছ যেখানে আমল করতে হয় আর কাল তোমাদের এমন এক ঘরে যেতে হবে যেখানে (কৃত আমলের) প্রতিদান পাবে। সেখানে কোন আমল করার

قَالَتْ: اَطْلَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَأْمَلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَعْمُرُونَ»

হযরত উম্মে মুনযির (রাদিয়াল্লাহু আনহা)^{২২} রেওয়ায়েত করেনঃ এক রাতে রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন- হে লোক সকল তোমরা কি আল্লাহ নিকট লজ্জা রাখ না?

(তারা) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা কি উপায়ে হবে?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেনঃ তোমরা এমন জিনিস জমা কর যা তোমরা খেতে পারবে না। এমন জিনিস আশা কর যা তোমরা পাবে না। এমন জিনিস নির্মাণ কর যা তোমরা আবাদ করতে পারবে না।

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ
ওয়াজীহ উল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এঁর পবিত্র জবান
মোবারকে বর্ণিত হাদীস শরীফ-

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

- 'আনা মিসকীন উহিব্বুল মাসাকীন'

আয় আল্লাহ! আমি মিসকীন, আমি মিসকিনদের
ভালবাসি।

^{২২} তিনি হযরত উম্মে মুনযির বিনতে কয়েস আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর খালা। তাঁর দুই কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করার সৌভাগ্য হাসিল হয়েছে।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এই সত্যটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মানি না। যদি এই সত্যটি আমরা সবাই মেনে চলি এবং তা আমাদের জীবনে বাসবায়ন করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন হতে পারে সাফল্যমন্ডিত। আমরাও হব আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দাদের একজন। যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। আসুন তার এক বালক দেখে নেই-

১. ইমাম গাযযালী (রহমতুল্লাহি আলাইহি), যিনি অসংখ্য ইলমি গ্রন্থের প্রণেতা ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন, যাকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে, সূতার ব্যবসায় করতেন।
২. ইমাম আবু বকর জাসসাস, যিনি হানাফী ফিকহের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি 'আহকামুল কুরআন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ লিখে হানাফী ফিকহের এক বিশেষ খিদমত করে গেছেন, তিনি সুরকি তৈরী করতেন।
৩. আল্লামা হান্নাত দর্জির কাজ করতেন।
৪. ইমাম আল-বাযযার, যিনি মুসনাদ-ই-বাযযার এর লেখক যা দ্বারা তিনি ইলমে হাদীসের ভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন সেই ইমাম বাযযার কাপড় তৈরী করতেন।
৫. ইমাম আল্লামা খাফায যিনি ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে সুপরিচিত তিনি রুটি তৈরী করতেন।
৬. ইমাম কুদুরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) যিনি মুখতাসারুল কুদুরী কিতাব লিখে হানাফী মাযহাবকে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছেন, তিনি হাড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতেন।
৭. ইমাম সাফফার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বাসন কোসন বিক্রি করতেন।
৮. শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহমতুল্লাহি আলাইহি) যিনি তাজকেরাতুল আউলিয়া ও মানতেকুত তোয়াযের নামক কিতাব লিখে মুসলিম বিশ্বে চির সমাদৃত হয়ে আছেন, তিনি আতর বিক্রি করতেন।
৯. হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ হাতে আটা পিষতেন এবং চাষাবাদ করে খেতেন।
১০. ইমাম দাক্কাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আটা বিক্রি করতেন।
১১. ইমাম বাকালী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সবজি বিক্রি করতেন।
১২. ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কাপড়ের ব্যবসা করতেন।
১৩. আমাদের জাতীয় কবি হযরত কাজী নজরুল ইসলাম ফুরফুরাবী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) রুটির দোকানে কাজ করতেন।
১৪. আমাদের প্রাণের আকা, শামসুল আরেফীন, নকশা-ই-নবী, খাতামুল বেলায়েত হযরত শায়েখ সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সারা জীবন অনেক কষ্ট করেছেন। সারা জীবন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। তার আগে ছাত্র জীবনে তিনি অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শেষ করেছেন।
১৫. আমাদের শায়খ নকশা-ই-ওয়াজীহ, সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাদাজিল্লুল আলী) কঠোর পরিশ্রম সবসময়ই করেন এবং মুরিদদেরকেও পরিশ্রমের করতে নির্দেশ দেন।

দিওয়ান-ই-হাসেমী- (৪)

ওস্তায়ুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তরীক্বত, শামসুল আইস্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা
শায়খ সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃসংঃ)

জাহাজ মরে সবাই জানে
জান তুমি কোথায় লুকালে
মাটির বাস্কে তোমার বাসা
মরণ বলে সর্বনাশা ||

মরণকে মারল কে?
তরী রেখে পালাল কে?
নোঙ্গর করা তরী ঘাটে
দাহ কিংবা সমাধিবলে
সাজার রওজা দরগাহ
লোকে করে ||

আত্মা তুমি কোথায় থাক
ভিন্ন রূপে কি আবার আস?
তুমি ধর্ম তুমি কর্ম
কে বুঝে তার কর্ম
জগতে যত ধর্ম আছে
যত ভাষা তার ভিতরে ||

যত কর্ম আছে জুড়ে
সবাই সাথেই আছ মিশে
স্বর্গ তুমি নরক তুমি
সুখ তুমি দুঃখ তুমি
নেক তুমি বদ তুমি
শান্ধি তুমি শাস্তি তুমি
দুনিয়া তুমি আখেরাত তুমি
নবী তুমি রাসূল তুমি
কিতাব তুমি লেখক তুমি
গাছ তুমি মাছ তুমি

বারী তুমি জোয়ার তুমি
তোমার তুলনা শুধু তুমি
ঈমান তুমি মোমিন তুমি
ইসলাম তুমি মুসলিম তুমি
মাদ্রাসা তুমি ছাত্র তুমি
ইলেম তুমি উস্তাদ তুমি
পড় তুমি সৃষ্টির মুখে
দেখ তুমি সৃষ্টির চোখে ||

তোমারে ডাক তুমি
রব বলে সুরে স্বরে
কারো মুখে আল্লাহ শব্দ
ইশ্বর ভগবান

তোমার লফজ
সুরের মাঝে স্বরে ভাসে
বিশ্বে সবকিছুতেই মিশে আছ
ভাই, বন্ধু ভ্রাতা ভাগ্নি
মা বাবা দাদা দাদি
পীর মোরশেদ নবী ওয়ালী
জীন পরি পশু পাখি
জীব জানোয়ার পর্বত নদী
প্রত্যেক নামই তোমার জানি
যে যেভাবেই আমরা ডাকি
তোমার ভাষা তোমার কথা
তোমায় ছাড়া আছে কেবা?
তোমার হতে ভিন্ন কে?
সব তোমার সাথে মিশে গেছে।
সম্পদ সন্ধান তোমার দেয়া

হায়াত মউত তোমার গড়া
তোমার হাতে তৈরী সৃষ্টি
সুন্দর বিশ্ব তোমার কৃতি
সুনাম বদনাম তোমার হাতে
হিসাব করবা কোন স্বার্থে
সৃষ্টির হিসাব কেন নিবে
তোমার হিসাব কে নিবে?
নিরাকারে সবাই বলে
আকারে তৈরী কার আলোতে
আকার সাকার কোনটা ফসল
সত্য তুমি কি নকল
ঘুমের ঘোরে অন্ধকারে
আকারে স্বরূপ প্রকাশ নিলে
তুমি বিনে সৃষ্টি নাই
সৃষ্টি ছাড়া তুমি কোথায়?
কবর, হাশর, মিজান, সিরাত
প্রেম মানে ভয়
ভয় মানি তোমার সিফাত
বন্দেগী, পূজা, উপাসনা,
সাধনা, আরাধনা, প্রার্থনা
প্রেম প্রীতি স্নেহ মায়া
রাগ, অনুরাগ আর বন্দনা
কাম ক্রোধ তৃষ্ণা ক্ষুদা
সবই তোমার দোয়া
সৃষ্টির উপমা
বান্দা ডাকে আল্লাহ বলে
আল্লাহ ডাকে আবদ স্বরে
রব হয়ে সেবা কর
প্রাণ হয়ে বসত কর
বান্দার সেবা করে রব
আমি বলি আল্লাহই সর
বান্দা যদি নাহি ডাকি

কিভাবে তুমি প্রকাশিবে
রব বড় না আবদ বড়
আবদ মাবুদ মিল গড়
শরীয়তের বাজনা
ত্বরীকতের সাধনা
হাকীকতের স্বাদ
মা'রেফতের কামনা
প্রেম বিরহ সবার কথা
বিরহের মধ্যেই বুঝা
সৃষ্টি স্রষ্টা মিলে
বিশ্ব
কাউকে ছাড়া কেউ থাকে না
ফকীর দরবেশ পাগল
মাস্তান
ঠাকুর সাধু গুরু ভজন
পীর মোরশেদ কুতুব ওয়ালী
দুনিয়া হতে সবাই বৈরাগী
তারা করে তোমার সাধন
তুমি কর তাদের ভজন
এইভাবে চলে বিশ্ব
তারা তুমিও নিঃস্ব
তারা তোমায় ভক্তি করে
তুমি তাদের হয়ে যাবে
বান্দা করে আল্লার আশ
আল্লাহ বলে সর্বনাশ
রুহ আমি গুপ্তধন
আমাকে ধরবে কোন জন
আমার জাত আমি
আমি থাকি একাকী
সৃষ্টি আমার ছায়া
আমি সৃষ্টির মায়া
গোপন রাখ প্রকাশ করো না।